বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২২-২৩

ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ

ফকিরহাট, বাগেরহাট

বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২২-২৩

২০২২-২০২৩
উপজেলা পরিষদ, ফকিরহাট, বাগেরহাট
ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ
তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট

উপজেলা পরিষদ
ফকিরহাট, বাগেরহাট
উপদেষ্টা
স্বপন কুমার দাশ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, ফকিরহাট, বাগেরহাট

সম্পাদনায়
মোঃ মনোয়ার হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফকিরহাট, বাগেরহাট

সার্বিক সহযোগিতায়
উপজেলা পরিষদ, ফকিরহাট,বাগেরহাট

সমন্বয়কারীঃ

নুরজাহান খাতুন, ইউডিএফ, ফকিরহাট
সুজন মুন্সী, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

গ্রন্থ
উপজেলা পরিষদ, ফকিরহাট,বাগেরহাট

প্রকাশক
উপজেলা পরিষদ, ফকিরহাট,বাগেরহাট
তথ্য কাল: এপ্রিল, ২০২২

সূচিপত্র

১.১ ভূমিকা পৃষ্ঠা নং
উপজেলা পরিচিতি
০৪
১.২ ফকিরহাট উপজেলার পটভূমি ০৪
১.৩ ফকিরহাট উপজেলার নামকরনের ইতিহাস ০৪
২. ফকিরহাট উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র ০৫
২.১ ভৌগলিক বিবরণ ০৬

আর্থ-সামাজিক তথ্য
৩ এক নজরে ফকিরহাট উপজেলার সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত ০৭
৩.১ ফকিরহাট উপজেলার ঐতিহাসিক , প্রত্নতাত্তক ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ০৯

উপজেলার সম্পদ বিবরনী
উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ
উপজেলা বাজেটের সার সংক্ষেপ ১০
১৪
পরিকল্পনা
৪.১ পরিকল্পনা ১৪
৪.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ ১৫

অবস্থা বিশ্লেষন
৫.১ উপজেরার খাতভিত্তিক অবস্থা বিশ্লেষণ ২০
৫.২ রুপকল্প
৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ নিধারণ ২০

উন্নয়ন কার্যক্রম
৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম
৬.২ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম
৭. উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদ ১৯
৭.১ উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার সংক্ষেপ ১৯
৭.২ উপজেলার খাতভিত্তিক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা ২১
বাজেট
উপজেলার বাজেটের সারসংক্ষেপ ২৬

মনিটরিং ও মূল্যায়ন
৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য ২৭
৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি ২৮
৯ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট ২৯
১০ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ৩০

১.১ভূমিকা

পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নিম্ন উর্ধমুখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর। ১৯৮৩ সালে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে উপজেলা পরিষদ রহিতকরণ করার পর ২০০৯ সালে পুণরায় উপজেলা পরবর্তীতে চালু হলেও যেহেতু দীর্ঘদিন উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বন্ধ ছিল তাই ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পর অনেকটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়হীনতা, কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দ, উপজেলা পরিষদও এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তবে আশার কথা স্ব উদ্যোগেফকিরহাট উপজেলা পরিষদ কাঠামোগত শক্তিশালীকরণ এবং এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌছে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এরই প্রয়াস হিসেবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পরিষদকে কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী পরিষদ তার এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে তহবিলের সাথে সংগতি রেখে পাঁচশালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনাকে সামঞ্জস্য করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প (ভিশন)-২০২১, ও স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ সহ সমৃদ্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা, টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা সক্রিয় বিবেচনা করে ফকিরহাট উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ ফকিরহাট উপজেলার পটভূমিঃ

১৯৬৯ সালের ০৭ জুন ফকিরহাট পুলিশ ষ্টেশন স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট ফকিরহাটকে মান উন্নিত থানা হিসাবে পরিগণিত করা হয়। উপজেলার নামকরণ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। তবে জনশ্রুতুতে আছে যে, ফকির মঙ্গল শাহ্ নামে এক আধ্যাতিক মুসলিম সাধক ভৈরব নদীর দক্ষিণ তীরে পুলিশ ষ্টেশনের কাছে তার আস্তানা তৈরী করেন। জানা যায় যে, অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই সাধক পুরষ। কালে কালে তার আস্তানাকে কেন্দ্র করে দোকান পাট বসতে থাকে। কালক্রমে তা বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে হাটে রুপান্তরিত হয়। ফকিরের আস্তানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এই হাট পরবর্তীতে ফকিরহাট নামে পরিচিতি লাভ করে।

১.৩ ফকিরহাট উপজেলার নামকরনের ইতিহাস:

জনশ্রুতি আছে যে, ফকির মঙ্গল শাহ নামে এক আধ্যাতিক মুসলিম সাধক ভৈরব নদীর দক্ষিণ তীরে পুলিশ স্টেশনের কাছে তার আস্তানা তৈরী করেন। জানা যায় যে, অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই সাধক পুরষ। কালে কালে তার আস্তানাকে কেন্দ্র করে দোকান পাট বসতে থাকে। কালক্রমে তা বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে হাটে রুপান্তরিত হয়। ফকিরের আস্তানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এই হাট পরবর্তীতে ফকিরহাট নামে পরিচিতি লাভ করে।

২.ফকিরহাট উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র

ফকিরহাট উপজেলায় ১ টি উপজেলা পরিষদ, ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১ টি পৌরসভা রয়েছে। উপজেলাটিতে উপজেলা প্রশাসনের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠন কাজ করছে। এই উপজেলার ইউনিয়নগুলো হচ্ছে -

- বেতাগা ইউনিয়ন
- লখপুর ইউনিয়ন
- পিলজংগ ইউনিয়ন
- ফকিরহাট ইউনিয়ন
- বাহিরদিয়া মানসা ইউনিয়ন
- নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন
- মূলঘর ইউনিয়ন, ফকিরহাট
- শুভদিয়া ইউনিয়ন

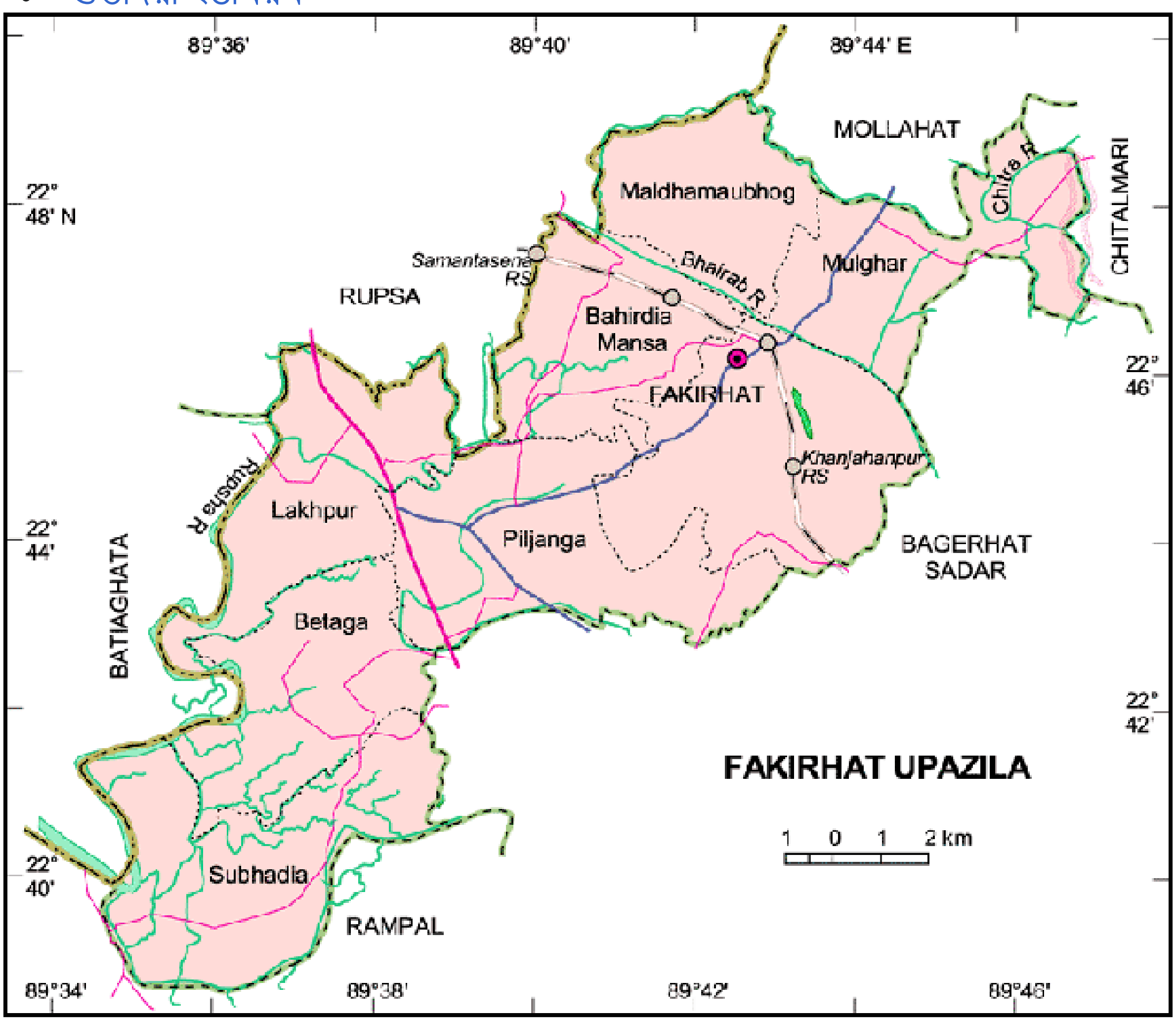

২.১ ভৌগলিক বিবরণঃ

ফকিরহাট ২২.৭৮০৬° উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯.৭০৮৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন হচ্ছে ১৬০.৬৮ বর্গ কিলোমিটার। **ফকিরহাট উপজেলা** বাগেরহাট জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত। উপজেলাটির পশ্চিমে খুলনা জেলার রূপসা **উপজেলা**, পূর্বে বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর **উপজেলা**, দক্ষিণে বাগেরহাট জেলার রামপাল **উপজেলা** এবং উত্তরে মোল্লাহাট **উপজেলা** অবস্থিত।

৩.১ এক নজরে ফকিরহাট উপজেলার সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

‡ ফকিরহাট থানা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালের ০৭ জুন।
‡ উপজেলায় রুপান্তিত হয় ১৯৮৩ সালে।

* **ভৌগলিক অবস্থান ও সীমানাঃ**

ক) পুর্বে চিতলমারী ও বাগেরহাট সদর উপজেলা
খ) পশ্চিমে বটিয়াঘাট ও রুপসা
গ) উত্তরে মোল্লাহাট উপজেলা
ঘ) দক্ষিনে রামপাল উপজেলা
* **আয়তন-** ১৬১ বর্গ কিঃমিঃ

* **জনসংখ্যা-**১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ শত জন

‡মোট ভোটার সংখ্যা-১ লক্ষ ৮ হাজার ৩ শত ৫২ জন
‡পুরুষ ভোটার-৫৪ হাজার ১ শত ২৩
‡নারী ভোটার -৫৪ হাজার ২শত ২৯
‡উপজেলা পরিষদ-০১টি ,ইউনিয়ন পরিষদ-০৮টি
‡অত্র উপজেলা বাগেরহাট-১ আসনের আওতাভুক্ত
‡মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য- জননেতা শেখ হেলাল উদ্দীন

*** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** ঃ

‡ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৮টি
‡ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৩০ টি
‡ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-০৬ টি
‡ কো এডুকেশন কলেজ-০৫ টি
‡ সরকারি মহিলা কলেজ-০১ টি

‡ মাদ্রাসা-০৯ টি

* **হাট/বাজারঃ** ০৮ টি

* **খেয়াঘাটঃ** নাই

* **নদনদীঃ** ০৬ টি

ক) কালিগঙ্গা নদী
খ) চিত্রা নদী
গ) ভোলা নদী
ঘ)কুমারখালী নদী
ঙ) পশুর নদী
চ) ভৈরব নদী

* **মোট জলমহলা**-৭৫ টি

* **ইজারা ভুক্ত** -১০টি

***কৃষি বিভাগঃ**

* **উপজেলায় মোট জমির পরিমানঃ১৬ ,**

‡মোট আবাদী জমির পরিমাণঃ ১০,৩২১ হেক্টর
‡এক ফসলী জমি-২,৪৭৪ হেক্টর
‡দুই ফসলী জমি-৫,৩২৬ হেক্টর
‡তিন ফসলী জমি-২,৫২১ হেক্টর
‡ কৃষক পরিবারের সংখ্যা-২২,২২৮ টি

***পশু সম্পদ বিভাগঃ**

‡ **পশুপ্রজনন কেন্দ্রঃ** ০৬টি

কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন
দুধ উৎপাদন	০.০৯ (লক্ষ মে.টন)	০.৯৮৬৬ লক্ষ মে.টন
ডিম উৎপাদন	২.৫০ (কোটি)	০.১২০০৭ লক্ষ মে.টন
মাংস	০.১২ (লক্ষ মে.টন)	৬.৪৯ কোটি

‡খামার সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) গরুর খামার ঃ ৭০ টি।
খ) ছাগল খামারঃ ২০ টি
গ) হাঁসের খামার ঃ১৫ টি
ঘ) ভেড়ার খামারঃ ১০ টি
ঙ) বয়লার খামার ঃ১৯৪ টি
চ) লেয়ার খামারঃ ১৮৫ টি
ছ)ককরেল খামারঃ২৬ টি
জ) টার্কী খামারঃ ১৬টি
ঝ) কোয়েল খামারঃ ৫টি
ঞ) কবুতর খামারঃ ১২ টি

*** মৎস্য বিভাগঃ**
‡মৎস্য খাদ্য কারখানা-০১টি
‡মৎস্যজীবীর সংখ্যা-১৯৪০ জন
‡মৎস্য চাষীর সংখ্যা-৬৯১৬ জন(পুরুষ -৬৫৯৪জন, মহিলা-৩২২ জন)
‡মোট জলায়তন-৪৭৩৪.৬১ হেক্টর(উপজেলা আয়তনের ২৯.৩৮%)

কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	ক্রমপুঞ্জিত
চিংড়ি উৎপাদন	২৪৬৬.০ মে.টন	১৮৪২.০০ মে.টন	১৮৪২.০০ মে.টন
কার্প জাতীয় ও অন্যান্য মাছ		৩৫১১.০ মে.টন	৩৫১১.০ মে.টন
কাঁকড়া		৩.০ মে.টন	৩.০ মে.টন

‡মোট উৎপাদন-৫৩৫৬.০০ মে.টন
‡উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান -২৮৯০.০০ মে.টন

*বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গঃ

১। মরহুম খানএ সবুর- প্রাক্তন মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদু
২। স্বর্গীয় ব্রজলাল শাস্ত্রী -শিক্ষাণুরাগী, সমাজ সেবক এবং প্রখ্যাত আইনবিদ
৩। মরহুম ড. নীলিমা ইব্রাহিম- প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান,বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। ড. গোলাম আলী ফকির-প্রাক্তন উপাচার্য ,খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী
৫। কাজী আজহার আলী- প্রাক্তন সচিব, শিক্ষানুরাগী

৬। শেখ হুমায়ুন কবির-প্রাক্তন রাষ্ট্রদুত ,পররাষ্ট্র মন্ত্রণলয়ের মহাপরিচালক এবং জাতিসংঘে বাংলা দেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি

৩.২ ফকিরহাট উপজেলার ঐতিহাসিক , প্রত্নতাত্তক ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন

১। শাহ আউলিয়া (রা) এর মাজর,বালিয়াডাঙ্গা ,পিলজংগ।
২। জোড়া শিব মন্দির,দোহাজারী।
৩। কামটার দীঘি- খানজাহান আলী (রা) কর্তৃক খননকৃত ।
৪। লালচন্দপুর দীঘি ও মসজিদ।
৫।নিলকর সাহেবদের কুঠির, মূলাঘর।
৬। বুড়ির বটতলা মাজার।
৭। মহিষ প্রজনন কেন্দ্র (দেশের একমাত্র মহিষ খামার),শুকদাড়া, ফকিরহাট।
৮। মানসা কালীবাড়ি।
৯। সাধের বটতলা
১০। খুলনা বিভাগীয় শিশুসদন ও পঙ্গু পুনর্বাসন কেন্দ্র ,মুলঘর ,ফকিরহাট।

৩.৩ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যার বর্ণনা				বর্তমান/ভবিস্যৎ কর্মকান্ড	পাচ বছর পর অসমাপ্ত সমস্যা	প্রস্তাবিত কাজ
	সমস্যা	স্থান	পরিমাণ	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (এলজিইডি)	উপযোগী রাস্তা-ঘাটের অভাবে চলাচলে জন-দুর্ভোগ	সমগ্র উপজেলা	৪৫০ টি সড়কের ১৪৬৪ কিমি	- পর্যাপ্ত পাকা রাস্তার অভাব - পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই - রক্ষণাবেক্ষণের অভাব - সঠিকভাবে রাস্তা ব্যবহারে জনগণের অজ্ঞতা/	-		

				অসচেতনতা			
জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর)	নিরাপদ খাবার পানির অভাবে জন-দুর্ভোগ		- ১৫০০০ টিউবেল - ৬ টি ডিপকল - ১০কিমি সরবরাহ লাইন	- চাহিদার তুলনায় টিউবেল কম - পর্যপ্ত বরাদ্দ নেই - টিউবেল স্থাপন খরচ বেশী - টিউবেল ব্যবহার/সংস্কারে সচেতনতার অভাব	- ২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৪ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন	- ১২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৬ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন	উপজেলা পরিষদ ৫০০ টিউবেল স্থাপন করতে পারে
	স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিনের অভাবে রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়া		- ২৫০০০ ল্যাট্রিন	- চাহিদার তুলনায় ল্যাট্রিন সংখ্যা কম - অপ্রকুল বরাদ্দ - ল্যাট্রিন সামগ্রীর উচ্চমূল্য - জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কম	- ৫০০ ল্যাট্রিন	- ২৪৫০০ ল্যাট্রিন	উপজেলা পরিষদ ৮০০ টি ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারে
	ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জলাবদ্ধতায় জন-দুর্ভোগ		- ৮ কিমি ড্রেন	- পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই - পরিকল্পনার অভাব	- ২ কিমি ড্রেন	- ৬ কিমি ড্রেন	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র লিখতে পারে
শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা অফিস)	স্কুলে উপস্থিতি কমে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	২৩৯টি প্রাথমিক স্কুল	- স্কুলগামী রাস্তা কাচা/ ভাঙ্গাচোরা ও যানবাহনের অভাব - অনিরাপদ ক্লাসরুম - ক্লাসরুমের স্বল্পতা - সামাজিক অনিরাপত্তা/ আইন-শৃঙ্গলার অবনতি	- ২৩টি স্কুলগামী রাস্তা নির্মিত/চলমান - ৯৩টি স্কুলে বর্ধিত ভবন নির্মিত/চলমান - ৪৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন/ চলমান	- ৫৫টি স্কুলগামী রাস্তা প্রয়োজন - ৬০টি স্কুলে বর্ধিত ক্লাসরুম প্রয়োজন - ১০৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ ১৮টি স্কুলগামী রাস্তা, ২৬টি স্কুল ভবনে সংস্কার কাজ করতে পারে
শিক্ষা (মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)	মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানে উপযোগী শ্রেণীকক্ষ ও	সমগ্র উপজেলা	৪৭টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক	- বাজেট/সংশ্লিষ্ট উপকরণের স্বল্পতা - মাল্টিমিডিয়া উপযোগী শ্রেণীকক্ষের	- ৩০ টি প্রতিষ্ঠানে উপকরণ সরবরাহ - আইসিটি বিষয়ক	- ৪৫টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ ৫টি স্কুলে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সরবরাহ করতে পারে

	মাল্টিমিডিয়া সামগ্রীর অভাব			অভাব - নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সমস্যা	প্রশিক্ষিত শিক্ষক শতভাগ		
কৃষি (উপজেলা কৃষি অফিস)	- সেচ নালার অভাব - মাণসম্মত বীজের অভাব - উৎপাদন খরচ বেশী	সমগ্র উপজেলা	- ৮৫ কিমি নালা - ১০০০ মন বীজ	- অপ্রতুল তহবিল - সঠিক পদ্বতিতে বীজ সংরক্ষণ না করা - কৃষি উপকরণ ও শ্রমের মূল্য বেশী	- ১৫ কিমি নালা - ৫০০ মন বীজ - কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো	- ৭০ কিমি নালা - ৫০০ মন বীজ	উপজেলা পরিষদ ৫ কিমি নালা তৈরী করবে
কৃষি (উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস)	রোগ-বালাইয়ে পশু মারা যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক - ৫০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া -	- কৃষকদের পশু পালনে জ্ঞ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত পশু চিকিৎসায় অবহেলা - হাতের নাগালে ঔষধ না পাওয়া - ঔষধ এর স্বল্পতা	- ১০০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া টিকা পাবে - ৮০০০০০ হাঁস-মুরগী	- ১৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ আওয়াতার বাইরে থাকবে - ৩০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ	উপজেলা পরিষদ ১০০০ গরু পালনকারী কৃষক ও ১০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষককে প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
কৃষি (উপজেলা মৎস্য অফিস)	রোগ-বালাইয়ে মাছ মরে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৩০০ মৎস্য চাষী	- কৃষকদের মাছ চাছে জ্ঞ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত চিকিৎসা সামগ্রী না পাওয়া	- ১৭০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আসবে	- ৬০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতার বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ২০০ মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
	সময়মত মাছ বিক্রি করতে না পারায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া		- ১৬০ টন মাছ	- যানবাহনের অভাব - যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরাবস্থা	- ১২০ টন মাছ সঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে - ৪০ টন মাছ স্বল্প দামে বিক্রি হচ্ছে	- আর্থিকভাবে ------- টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে	যানবাহন সরবরাহ করা
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন	পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের	সমগ্র উপজে	- ৮০০০ মহিলা	- বাজেট স্বল্পতা - উপযোগী	- ১০০০ মহিলা প্রশিক্ষণের	- ৭০০০ মহিলা	উপজেলা পরিষদ ১০০০

(উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস)	অভাব	লা		প্রশিক্ষণ কক্ষ্য না পাওয়া - দক্ষ প্রশিক্ষক না থাকা	আওয়াতায় আসবে	প্রশিক্ষণের আওয়াতার বাইরে থাকবে	মহিলাক প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
	অভিযোগ করতে/বিচার চাইতে অনীহা		- ২০০০ মহিলা	- বিচারকার্যে দীর্ঘ-সুত্রিতা - সমাজে লোক লজ্জার ভয় - সঠিক বিচার না পাওয়ার আশংকা	- ৮০০ মহিলা সেবার আওয়াতায় আসবে	- ১২০০ মহিলা সেবার আওয়াতার বাইরে থাকবে	
স্বাস্থ্য (উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স)	হাসপাতাল চত্তরের অপরিচ্ছন্নতা		উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর প্রয়োজন। (৩,৫০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্বল্পতা ২। রোগী/এটেন্ডেন্ট দের অসচেতনতা	৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করছে	৯ জন কর্মীর প্রয়োজন	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ৯ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের জন্য পত্র দেয়া
	হাসপাতালের আউটডোরে অপেক্ষমান রোগীদের বসার স্থানে রোগী বান্ধব পরিবেশ না থাকা		১টি আউটডোর (১,৮০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব নায়	কোন কার্যক্রম নেই	কোন কার্যক্রম নেই	উপজেলা পরিষদ ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব করতে ব্যবস্থা করতে পারে
মাণব দম্পদ উন্নয়ন (উপজেলা সমবায় আফিস)	অপ্রতুল প্রশিক্ষণ	সমগ্র উপজেলা	- ৩৫৪ টি সমিতির ১০৬২৪ জন সদস্য - ৩৫৪ টিসমিতির ২১২৪ জন কমিটি মেম্বর	পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা	- ১০ জন (প্রতিবছর) মোট ৫০ জন আঞ্চলিক অফিসে প্রশিক্ষণ পাবে - ৪ ব্যাচে ১০০ জন (প্রতি বছর) মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণ পাবে	- ১০৫৭৪ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে - ১৬২৪ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক - ৮০টি ব্যাচে ২৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে - ১টি মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করতে পারে
	সমিতির ঘরের অভাব		১৬ টি অফিস ঘর	অফিস ঘর নেই	কার্যক্রম নেই	১৬টি অফিস ঘর	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক

						প্রয়োজন	৫টি অফিস ঘর নির্মান করা যেতে পারে
সমাজকল্যাণ (উপজেলা সমাজসেবা অফিস)	শারিরিক প্রতিবন্ধিদের চলাচলে অসুবিধা	সমগ্র উপজেলা	৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	- হুইল চেয়ারের অভাব - বরাদ্দ নেই	কার্যক্রম নেই	৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ৫০ জন শারিরীক প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার বিতরণ

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৪.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ¨ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যµ ম প্রণয়নের সনাতন প্রµি য়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করার জন্য একটি মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা। এটা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়। একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রµি য়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্ধুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃ ক একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ¨ হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রµি য়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয়একটি টেকসই উন্নয়ন প্রµি য়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্য মাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং একটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৪.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৪.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘটানো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রμ য়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৪.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি,মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন একটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেকসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের জন্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার একটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহঃ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাঃ

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রাকৃতির(comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ, উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ,অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস ্পূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি এলজিডি'র নির্দেশিকা অনুসারে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে। সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেঃ

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রμ য়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গ্রহণ করে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে

৪.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

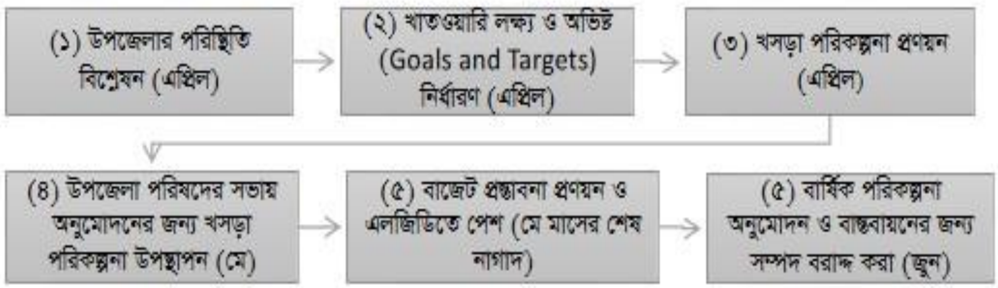

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

<u>পরিকল্পনার ফরম্যাট</u>

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

উপজেলার সম্পদ

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	এনজিওসমূহের প্রকল্প
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরনীর সার-সংক্ষেপঃ

ক্রঃ নং	অর্থের উৎস	বাৎসরিক গড় বরাদ্দ
১.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	৪৯,০০,০০০
২.	বিশেষ কর্মসূচী (-)	-
৩.	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১,০৭,৫০,০০০
৪.	ইউজিডিপি	৬০,০০,০০০
৫.	উপজেলা সংসদ সদস্যের মঞ্জুরী	২৮,৭৩১১১
৬.	এনজিও তহবিল	-

আস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য , উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

□ উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়

□ বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়

□ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল˙ায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting)স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্য মাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রμ য়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট (targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

খাতভিত্তিক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

স্যানিটেশন খাত

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	অর্গানিক বেতাগার গোলচত্ত্বরের গোলঘরে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	২,০০,০০০/-	পিআইসি
২.	লখপুর ইউনিয়নের জাড়িয়া (৫নং ওয়ার্ড) মাদ্রাসার পাঞ্জেগানা মসজিদে ল্যাট্রিন নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৩.	জাড়িয়া মাইটকোমরা (৬নং ওয়ার্ড) তালীমুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসার বাথরুম নির্মান	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৪.	শাহ আউলিয়াবাগ (৮নং ওয়ার্ড) বাজারে পাবলিক টয়লেট স্থাপন	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৫.	সাতশৈয়া পল্লীমঙ্গল সমিতির পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৬.	বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের দুইটি দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৭.	ডহর মৌভোগ মোড়ে একটি পাবলিক টয়লেট নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	১২,০০,০০০/-	

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	মন্তব্য
১.	কাজী আজাহার আলী কলেজের পিছনের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান	৫,০০,০০০/-	টেন্ডার
২.	কাজী আজাহার আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১০,০০,০০০/-	আরএফকিউ
৩.	টাউন নওয়াপাড়া (১নং ওয়ার্ড) শেখের ডাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বালিয়াডাংগা (৭নং ওয়ার্ড) এবতেদায়ী মাদ্রাসায় আসবাব সরবরাহ	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৪.	পাগলা শ্যামনগর কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
৫.	পাগলা দেয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি ভবনের জলছাদ নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
৬.	গাবখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ভবনের মেঝে সিসি করণ	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৭.	ডহর মৌভোগ (২নং ওয়ার্ড) শিশু নিকেতন স্কুল সংস্কার	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৮.	ডহর মৌভোগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবেশ পথে গেট নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
৯.	মোড়লডাংগা (৯নং ওয়ার্ড) কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত অংশ নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১০.	মূলঘর আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ের গেট নির্মান	১,০০,০০০/-	পিআইসি
১১.	মূলঘর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সংস্কার ও রং করণ	২,০০,০০০/-	পিআইসি
১২.	দেয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার	১,০০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	৩০,০০,০০০/-	

নারী উন্নয়ন ফোরাম/কন্যা বর্তিকা কর্মসূচী

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	মাসকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (বেতাগা) চেঞ্জরুম নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
২.	আলহাজ্ব ইসহাক আম্বিয়া কলেজিয়েট গার্লস স্কুলে (লখপুর) চেঞ্জরুম নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি

৩.	জাড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় চেঞ্জরুম নির্মান (লখপুর)	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৪.	কাজী আজাহার আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (ফকিরহাট সদর) চেঞ্জরুম নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	৮,০০,০০০/-	

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	বেতাগা স্পোটিং কমপ্লেক্স এর ছাদ নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
২.	লখপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৩.	পিলজংগ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৪.	শুভদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৫.	ফকিরহাট ইউনিয়ন নির্মনাধীন পাবলিক লাইব্রেরির ভবন উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৬.	বাহিরদিয়া-মানসা লোকসংস্কৃতি ভবন উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-	আরএফকিউ
৭.	মূলঘর ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরির ভবন উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-	টেন্ডার
৮.	শুভদিয়া ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরির ভবন উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-	আরএফকিউ
৯.	পিলজংগ ইউনিয়ন লোকসংস্কৃতি ভবন উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-	টেন্ডার
১০.	উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৫,০০,০০০/-	টেন্ডার
১১.	ফকিরহাট উপজেলা আন্তঃ ইউনিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরণ	১,০০,০০০/-	পিআইসি
১২.	ফকিরহাট উপজেলা আন্তঃ ইউনিয়ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরণ	১,০০,০০০/-	পিআইসি
১৩.	ফকিরহাট উপজেলা আন্তঃ ইউনিয়ন ব্যাডমিন্টান প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরণ	১,০০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	৩৫,০০,০০০/-	

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	অর্গানিক বেতাগায় গোল ঘর নির্মান	৫,০০,০০০/-	আরএফকিউ
২.	বেতাগা প্রাণি সম্পদ সাব সেন্টারের জন্য ফ্রীজ ও ঔষধ ক্রয়	১,০০,০০০/-	পিআইসি
৩.	জয়পুর বেতাগা আইপিএম সেন্টারের প্লাস্টার ও বারান্দার ছাদ নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
৪.	মূলঘর ইউনিয়ন পরিষদের ফল বাগানের রেষ্ট হাউজের ভীম ও ছাদ নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	১২,০০,০০০/-	

যোগাযোগ (কালভার্ট/ড্রেন/গাইড ওয়াল) ঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	বেতাগা ইউনিয়নের পূর্ব বেতাগা কর্মকার পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
২.	বেতাগা ইউনিয়নের বিঘাই ত্রানের ব্রীজ হইতে হুলা অভিমুখে রাস্তায় ভুতুমমারী খালে কালভার্ট নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
৩.	লখপুর ইউনিয়নের জাড়িয়া মাইট কোমড়া (৫নং ওয়ার্ড) হাসিবের পুকুর পাড়ে কালভার্ট নির্মান	৭০,০০০/-	টেন্ডার
৪.	লখপুর ইউনিয়নের খাজুরা (৩নং ওয়ার্ড) শওকতের বাড়ীর সামনে রাস্তায় কালভার্ট নির্মান	৬০,০০০/-	টেন্ডার
৫.	লখপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড শিব কুন্ডুর বাড়ী হইতে কার্ত্তিকের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৬.	পিলজংগ ৬নং ওয়ার্ডে ইতুর বাড়ীর সামনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান	৭০,০০০/-	টেন্ডার
৭.	ফকিরহাট ইউনিয়নের আট্টাকী মোল্লাপাড়া মকবুল মোল্লার বাড়ীর পাশের খাল হতে আল্লারদান মসজিদ অভিমুখে পাশ ড্রেন নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
৮.	বাহিরদিয়া ইউনিয়নের মধ্য বাহিরদিয়া লুৎফরের বাড়ীর সামনে ড্রেনে কালভার্ট নির্মান	৮০,০০০/-	টেন্ডার
৯.	বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের হোচলা গজাল মারা বিলের রাস্তায় খোরশেদের ঘেরের পাশে কালভার্ট নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১০.	বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের ছোট বাহিরদিয়া শেলির বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১১.	নলধা-মৌভোগ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মিঠুন রায়ের বাড়ীর পাশের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১২.	নলধা-মৌভোগ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড মানিক পীরের বটতলা রাস্তায় কালভার্ট নির্মান	১,০০,০০০/-	পিআইসি
১৩.	মূলঘর ইউনিয়নের সোনাখালী তাহের দারোগার বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১৪.	মূলঘর ইউনিয়নের রাজপাট সরদারপাড়া জামে মসজিদের পার্শ্বের পুকুরের পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
১৫.	শুভদিয়া ইউনিয়নের দেয়াপাড়া ভোলা নদীর সংলগ্ন দক্ষিন খালের উপর কালভার্ট নির্মান	১,৫০,০০০/-	টেন্ডার
১৬.	শুভদিয়া ভোলা নদী সংলগ্ন দোয়ানিয়া খালের উপর কালভার্ট নির্মান	১,২০,০০০/-	টেন্ডার
১৭.	শুভদিয়া কাটাখালী স্লুইচ গেট মেরামত	৫০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	২০,০০,০০০/-	

যোগাযোগ (রাস্তা) ঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমান	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	বেতাগা ইউনিয়নের মাসকাটা-২ খিলাফত মোল্লার বাড়ী হইতে নজরুল মোল্লার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
২.	বেতাগা ইউনিয়নের বেতাগা-৫ জিসি রোড হইতে শেখর দেবনাথের বাড়ী অীভমুখে রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৩.	বেতাগা ইউনিয়নের বিঘাই কামরুজ্জামান সড়ক হইতে বিধান শীল এর বাড়ী	১,০০,০০০/-	টেন্ডার

	অভিমুখে রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন		
৪.	বেতাগা ইউনিয়নের ষাটতলা মনোতোষ এর বাড়ী হইতে চিন্ময় বাবুর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৫.	লখপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে দীন মহম্মদের বাড়ী হইতে কাজী বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৬.	লখপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে পান্না বাড়ী হইতে রউফ মাওলানার বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিং করণ	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৭.	লখপুর ইউনিয়নে খাজুরা ৩নং ওয়ার্ডে আব্দুল হাই হাজী সাহেবের ঘের হইতে ফারুক শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৮.	লখপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড হাকিমের বাড়ী হইতে বকসো বাড়ী অভিমুখী রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
৯.	লখপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড আঃ রশিদ শেখের বাড়ী হইতে আবু বক্কার এর বাড়ী অভিমুখী রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	৫০,০০০/-	টেন্ডার
১০.	লখপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড শেখের বাড়ী হইতে আবু বক্কার সিদ্দিক এর বাড়ীর অভিমুখী রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	৫০,০০০/-	টেন্ডার
১১.	লখপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড আনোয়ার শেখের বাড়ী হইতে জিল্লু শেখের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১২.	লখপুর ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ড শাহীন ফারাজীর (ইবাদ আলী) বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের মোড় অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিং করণ	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১৩.	লখপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের গফ্ফারের বাড়ী হইতে মোস্তাফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,৫০,০০০/-	টেন্ডার
১৪.	পিলজংগ ইউনিয়নের বালিয়াডাংগা ৯নং ওয়ার্ডে ইনছান শেখের বাড়ী হইতে আফতাব খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১৫.	পিলজংগ ইউনিয়ন বালিয়াডাংগা ৭নং ওয়ার্ডে সেলিমের বাড়ীর সামনে হতে বড় খোকার বাড়ীর অভিমুখে ইটের সোলিং করণ	১,৫০,০০০/-	টেন্ডার
১৬.	পিলজংগ ইউনিয়ন শাহপুর ৮নং ওয়ার্ডে শেখ রিপনের বাড়ী হতে বাবরের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং করণ	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১৭.	পিলজংগ ইউনিয়নে বৈলতলী ২নং ওয়ার্ডে শেখ পাড়া পাকা রাস্তা হতে শেখপাড়া জামে মসজিদের অভিমুখে ইটের সোলিংকরণ	৮০,০০০/-	টেন্ডার
১৮.	পিলজংগ টাউন নওয়াপাড়া ১নং ওয়ার্ডে মনি দাশের বাড়ীর সামনে হতে বিজয় দাশের বাড়ীর অভিমুখে ইটের সোলিং করণ	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
১৯.	পিলজংগ বালিয়াডাংগা ৯নং ওয়ার্ডে জামতলা হতে আল আকসা জামে মসজিদ অভিমুখে ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
২০.	পিলজংগ ৫নং ওয়ার্ডে কনক কান্তির বাড়ী হইতে দীঘির পাড় অভিমুখে ইটের সোলিং নির্মান	১,৫০,০০০/-	টেন্ডার
২১.	ফকিরহাট সাতশৈয়া পূর্বপাড়া আকবার বাড়ী হতে মুনসুরের বাড়ী অভিমুখে ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
২২.	সিংগাতী নজরুল শেখের বাড়ীর সামনের চলমান ইট সোলিং রাস্তার কাজ অগ্রগামী করা	২,০০,০০০/-	পিআইসি
২৩.	মধ্য বাহিরদিয়া সাত্তারের বাড়ীর সামনে ইটের সোলিং থেকে নজরুলের বাড়ীর দিকে	১,০০,০০০/-	টেন্ডার

	ইটের সোলিং নির্মান		
২৪.	মানসা বৈরাগীপাড়া নুর ইসলামের বাড়ী হতে ইজার উদ্দিন শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,৫০,০০০/-	টেন্ডার
২৫.	নলধা-মৌভাগ ইউনিয়নের কামটা (৪নং ওয়ার্ড) মোশারেফের বাড়ীর সামনে হতে তারা বেগমের বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	২,০০,০০০/-	পিআইসি
২৬.	নলধা ৬নং ওয়ার্ড রুস্তম শেখের বাড়ী হতে নিজাম শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
২৭.	নলধা-মৌভোগ ইউনিয়নের দোহাজারী ৮নং ওয়ার্ড রনজিৎ দত্তের বাড়ী হতে বাইনেঘাট শ্মশান অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
২৮.	মূলঘর ইউনিয়নের কাঠালবাড়ী গ্রামের মাথায় সুনীল মন্ডলের বাড়ী হতে রুদ্রগাতী গ্রামের অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	২,০০,০০০/-	টেন্ডার
২৯.	শুভদিয়া ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর মোস্তফা মোল্লার বাড়ী হইতে মোল্লাপাড়া মসজিদ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিলিং নির্মান	১,২০,০০০/-	টেন্ডার
৩০.	শুভদিয়া ইউনিয়নের কচুয়া কিয়াম শেখের বাড়ী হইতে শরীফুলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৩১.	শুভদিয়া ৭নং ওয়ার্ডে জাকির ফকিরের মৎস্য ঘের হতে পশুর নদী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৩২.	শুভদিয়া ৯নং ওয়ার্ডের জোবায়ের সরদারের বাড়ী হইতে মতিয়ার শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান	১,০০,০০০/-	টেন্ডার
৩৩.	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রাক্কলন এবং তদারকির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	২,০০,০০০/-	পিআইসি
	মোট =	৩৯,৫০,০০০/-	

উপজেলা পরিষদের বাজেটের সারসংক্ষেপ

ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ বাজেট অর্থ বছর ২০২২-২৩

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০২০-২১)	চলতি বছরে বাজেট বা চলতি বছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট (২০২১-২২)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২২-২৩)
১		২	৩	৪
অংশ -১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	প্রারম্ভিক জের (১ মাসের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়)			
	রাজস্ব	১,৮৫,৮১,০৯৫/৭৮	১,৮৫,৩৫,০০০/-	২,১০,৭০,০০০/-
	অনুদান	-	-	-
	মোট প্রাপ্তি	১,৮৫,৮১,০৯৫/৭৮	১,৮৫,৩৫,০০০/-	২,১০,৭০,০০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৩৫,২২,৩১৪/২৫	১,১৩,০০,০০০/-	১,১৬,৬০,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১,৫০,৫৮,৭৮১/৫৩	৭২,৩৫,০০০/-	৯৪,১০,০০০/-
অংশ -২	উন্নয়ন হিসাব			
	প্রাপ্তি	-	-	
	প্রারম্ভিক জের - রাজস্ব তহবিলের উদ্বৃত্ত (উন্নয়ন)	৬১,০০,০০০/-	৮৯,৫৮,৭৮১/৭৩	১,০০,০০,০০০/-
	উন্নয়ন অনুদান	৩,৪০,০০,০০০/-	৩,৬৫,২০,০০০/-	৪,০১,৩৪,৬৬২/-
	অন্যান্য উৎস	-		
	মোট প্রাপ্তি	৪,০১,০০,০০০/-	৪,৫৪,৭৮৭৮১/৭৩	৫,০১,৩৪,৬৬২/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৪,০১,০০,০০০/-	৪,৫৪,৭৮৭৮১/৭৩	৫,০১,৩৪,৬৬২/-
	মোট অব্যয়িত	-	-	-
	উন্নয়ন অনুদান তামাদি	-		
	স্থানীয় উন্নয়ন তহবিল উদ্বৃত্ত	-		

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছেঃ

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভুক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৯. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেত ও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতাকরবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশলঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

-০-